দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...29 NOV 2007...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

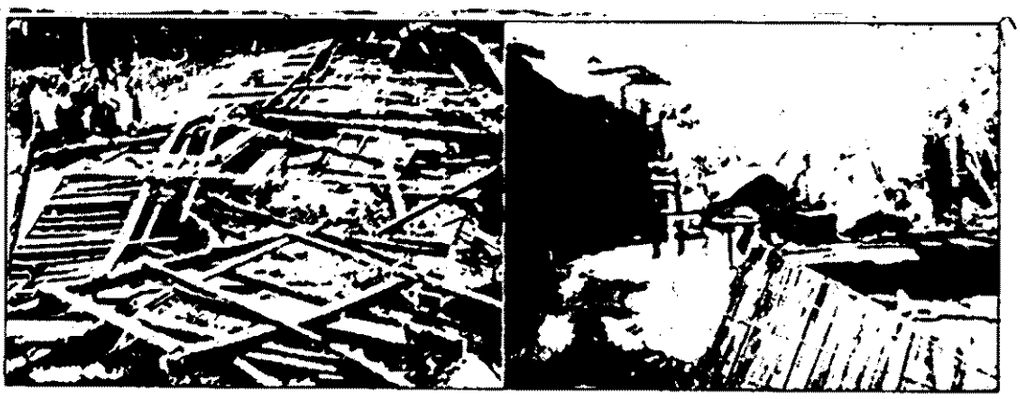

বরিশাল: ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে দক্ষিণাঞ্চলের হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বইপত্র কিছুই নেই —ইত্তেফাক

দক্ষিণাঞ্চলের বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত

॥ বরিশাল অফিস ॥

সিডরের আঘাতে লণ্ডভণ্ড বরগুনা জেলার ক্ষতিগ্রস্ত ৩৫শ' এসএসসি শিক্ষার্থীর ফরম পূরণ বাবদ শিক্ষা সচিবের নিকট ৩৫ লাখ টাকা অনুদান চাওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে দক্ষিণাঞ্চলের বেশীরভাগ পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে স্কুল ও মাদ্রাসাগুলো অতিরিক্ত হারে ফি আদায় করছে বলে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি বরগুনার জেলা প্রশাসক ঐ এলাকার একটি ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট চিঠি প্রেরণ করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে ভয়াল ১৫ নভেম্বরের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে এলাকার ১ হাজার ৯৫ জন লোক নিহত হয়েছে। বিধ্বস্ত হয়েছে, ৮শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ৭ হাজার শিক্ষার্থী এবং এ বছর এসএসসি ফরম পূরণের অপেক্ষায় ৩ হাজার ৫শ' শিক্ষার্থী। এসব শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সরঞ্জামাদির কিছুই নেই। এর মধ্যে সিডর আক্রান্তের ১৪ দিন অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। পত্রে আরো জানানো হয়, এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় যে সকল শিক্ষার্থী ফরম পূরণ করবে তারা ছবিও তুলতে পারছে না। যে সকল শিক্ষার্থী ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের বাড়িঘর থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বিধ্বস্ত হওয়ায় তারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। এসব পরিবার এখন বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন স্থানে ত্রাণ আনতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। নগদ অর্থের অভাবে তারা তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত গড়তে পারছে না, সেখানে কিভাবে তারা ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষার ফি জোগাড় করবে। এ অবস্থায় ২৫ নভেম্বর বরগুনার জেলা প্রশাসক আলতাফ হোসেন শিক্ষা সচিবের নিকট বোর্ড ফি বাবদ এক হাজার টাকা করে ৩৫শ' পরীক্ষার্থীর জন্য অনুদান চেয়ে চিঠি দিয়েছেন। এসব চিঠির অনুলিপি বরিশাল শিক্ষা বোর্ডেও প্রেরণ করা হয়েছে বলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ আলমগীর স্বীকার করেন। পটুয়াখালী ও পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক এসব এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ বাবদ টাকা চেয়ে শিক্ষা সচিবের কাছে পত্র দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে। এদিকে বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী ও পিরোজপুরের মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা জানান, নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে সেক্ষেত্রে এ বছর কম সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। যেসব এলাকার শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা কোনভাবেই নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার হলে বসতে পারবে না। যদি তারা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও তাতে করে ফলাফল বিপর্যয় ঘটবে। বেশীরভাগ প্রধান শিক্ষক জানান, ঐ সকল এলাকার এমন একটি পরিবার পাওয়া যাবে না যে তার স্বজনকে হারায়নি। তার মধ্যে রয়েছে বাড়িঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা। ঐ সকল এলাকার অভিভাবক থেকে শুরু করে প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মানবিক দিক থেকে হলেও পরীক্ষা পিছানোর দাবি জানান। এদিকে সিডর আঘাতে যখন ত্রাহি অবস্থা, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের তখন নগরী থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্কুল-মাদ্রাসাগুলো বোর্ড ফি'র নির্ধারিত দেড়/দুইগুণ বেশী টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে সদর উপজেলার মৌকরণ স্কুলের বিরুদ্ধে এক কৃষি কর্মকর্তা ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা নেয়া হচ্ছে বলে লিখিতভাবে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের নিকট অভিযোগ করেছেন। শিক্ষা বোর্ড যেখানে বাণিজ্য ও মানবিক শাখায় ৮৬০ টাকা এবং বিজ্ঞান শাখায় ৯২০ টাকা বোর্ড ফি নির্ধারণ করেছে, সেখানে প্রতিটি স্কুল শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১৬শ' টাকা থেকে শুরু করে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। নগরীর কাউনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছে সেখানে ২৩৫০ টাকা, একই এলাকার দাখিল মাদ্রাসা ২২০০ টাকা এবং নগরীর হালিমা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৬০০ টাকা করে আদায় করছে।